চিন্তাবিদ
যিশু
(লেখক: ভু থাং)

**Bengali Version (Bangladesh)*



1. পবিত্র বাইবেলের নবী যিশাইয়ার গ্রন্থে মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ ঈশ্বর ঘোষণা করেন: “যেমন আকাশ পৃথিবীর চেয়ে উচ্চ, তেমনই আমার চিন্তা মানুষের চিন্তার চেয়ে উচ্চ…”
2. যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং ত্রি-ঐক্য ঈশ্বরের দ্বিতীয় ngôi vị। তিনি হলেন সত্য এবং তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে দেহধারণ করা বাক্য। পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে তিনি “ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আগত শিক্ষক” এবং “সমস্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ।”
3. সুসমাচারে যিশু বলেছেন: “যে কেউ আমার ক্ষুদ্রতম ভাইদের মধ্যে একজনকে, কেবল এই কারণে যে সে আমার ভাই, এক কাপ পানিও দেয়, সে তার পুরস্কার হারাবে না।”
   এখানে যিশু শুধুমাত্র বস্তুগত পানির কথা বলেননি; তিনি “আত্মিক জল”, “চিন্তার জল” বোঝাতে চেয়েছেন। আর অবশ্যই, খ্রিস্টের ভাই বা বন্ধু তারা নন যারা অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করে… যিশুই সুসমাচারে বলেছেন:

“কারা আমার ভাই, কারা আমার বন্ধু?—যে কেউ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই এবং আমার বন্ধু।”
অতএব, যিশু নিজেই বলেছেন—ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, তাঁর ইচ্ছা মান্য করে, তাঁকে সত্যভাবে ভালোবাসে এবং যদি ঈশ্বর তাঁদের কোনো ভুল দেখিয়ে দেন, তবে তারা স্বীকার করে সংশোধন করে—এরাই তাঁর ভাই।

4. পবিত্র শাস্ত্রে বহু স্তরের অর্থ রয়েছে। তাই আমাদের উচিত প্রার্থনা করে ঈশ্বরের আলো কামনা করা যাতে আমরা তাঁর রহস্যময় চিন্তা বুঝতে পারি।

5. সুসমাচারের শুরুতে যিশু ঘোষণা করেন:
“প্রভুর আত্মা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন দরিদ্রদের সুসমাচার প্রচার করতে…”
কিন্তু এখানে যিশু শুধুমাত্র বস্তুগত দরিদ্রতার কথা বলেননি। তিনি সমগ্র মানবজাতির কথা বলেছেন—কারণ প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে দরিদ্র: কেউ বস্তুগতভাবে দরিদ্র, কেউ মানসিকভাবে, কেউ জ্ঞানে, কেউ দয়া ও দয়া কর্মে দরিদ্র…

6.যিশু বলেন:

“ধন্য তারা, যাদের আত্মা দরিদ্র, কারণ স্বর্গের রাজ্য তাদের।”

এখানে যিশু মানসিক দুর্বলতার কথা বলেননি; “আত্মার দরিদ্রতা” বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—যারা কম ইচ্ছা পোষণ করে, সরলভাবে বেঁচে থাকে, অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা নেই, কেবল ঈশ্বরকে কামনা করে… সত্যিই, এক মহান ব্যক্তি বলেছেন:

“মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে মানুষের কামনা; যত কম কামনা, তত বেশি ঈশ্বরের নিকটতা।”

7.যিশু বলেন:

“ধন্য তারা যারা বিনয়ী ও নম্র… কারণ তারা প্রতিশ্রুত দেশ লাভ করবে।”

এখানে তিনি সেইসব মানুষের কথা বলেছেন যারা তাঁর মতো কোমল—কিন্তু দুর্বল নয়; কোমল হলেও সত্যবাদী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহসী, ভণ্ডামির নিন্দা করতে প্রস্তুত—এরাই ঈশ্বরের প্রিয়। যিশু বহুবার বলেছেন:

“আমার কাছ থেকে শেখো, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্র হৃদয়ের।”

8. “ধন্য তারা যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে”—
এখানে যিশু তাদের কথা বলেছেন যারা সত্য অনুসরণ করে, ঈশ্বরের পথে হাঁটে এবং সেই কারণে দুর্ভোগ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; তিনি পৃথিবীর সাধারণ দুঃখ যেমন প্রেমভঙ্গ, ঋণ, আসক্তিকে বোঝাতে চাননি।

9. “ধন্য তারা যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত… তারা তৃপ্ত হবে”—
এখানে ন্যায়পরায়ণতা ঈশ্বরের মানদণ্ড অনুযায়ী, বিশ্বের নয়।

10. “ধন্য তারা যারা দয়ালু, কারণ তারা দয়া লাভ করবে”—
বিশেষ আশীর্বাদ তাদের জন্য যারা ঈশ্বরভীরু, ধার্মিক, ঈশ্বরের অন্তর্গত মানুষদের প্রতি করুণা দেখায় যখন তারা কষ্টে পড়ে। অনেক সাধু বলেছেন: “ধার্মিকদের প্রতি দয়া করা অধার্মিকদের তুলনায় বেশি মহৎ।”

11. “ধন্য তারা যারা হৃদয়ে পবিত্র, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখবে।”

সেন্ট অগাস্টিন, যিনি চার্চের মহান ধর্মতত্ত্বের শিখর, তাঁর শিক্ষক সেন্ট অ্যামব্রোসের কথায় গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন:
“পুনরুত্থানের পরেও ঈশ্বরকে দেখা সহজ নয়—শুধুমাত্র যারা নির্মল হৃদয়ের তারাই তাঁকে দেখতে পারে।”

যিশু বলেছেন:
“আমার আরও অনেক রহস্য তোমাদের বলার আছে, কিন্তু এখন তোমরা তা গ্রহণ করতে পারছ না।”
ঈশ্বরের প্রকাশ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়—মানুষ যত উচ্চতর আত্মিক স্তরে উন্নীত হয়, ততই রহস্য গভীরতরভাবে উন্মোচিত হয়।

মেরি—ঈশ্বরের কন্যা, খ্রিস্টের মাতা, পবিত্র আত্মার পত্নী—তিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন অসংখ্য ঐশ্বরিক দর্শন লাভ করেন। “দ্য মিস্টিকাল সিটি অফ গড” গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, তিনি বহু স্বর্গীয় দর্শন লাভ করেছিলেন।

যিশুর স্বর্গারোহণের পর তাঁর জীবনের শেষ সময় মেরি গভীর মরমী জীবনে নিমগ্ন ছিলেন যাতে তিনি

ঈশ্বরের মুখোমুখি পরম দর্শনের স্তরে পৌঁছাতে পারেন।

বাইবেলে বলা হয়েছে—স্বর্গে বহু স্তর রয়েছে, এবং সর্বোচ্চ স্তরে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত।

অনেকে চায় অলৌকিক শক্তি, আকাশে উড়া, দেবীয় ক্ষমতা… কিন্তু এগুলোও সর্বোচ্চ নয়। সর্বোচ্চ আশীর্বাদ হল—স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে ঈশ্বরের মহিমাময় মুখমণ্ডল দর্শন!

এই আশীর্বাদ লাভের জন্য অসংখ্য সাধু সারাজীবন সাধনা করেছেন; এমনকি তারা নিজেরাও নিশ্চিত নন ছিলেন—শুধু ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করতেন।

অনেকে সরলভাবে মনে করে "পবিত্র হৃদয়" মানে শুধু যৌন পবিত্রতা—কিন্তু এটি খুবই অগভীর ধারণা। ঈশ্বরের মানদণ্ড অনুযায়ী পবিত্র হৃদয় হল—শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সকল দুনিয়াবি লোভ থেকে মুক্ত, পরিপূর্ণ নির্মলতা।

স্বর্গদূতরাও ঈশ্বরের দিকে সরাসরি তাকাতে সাহস পায় না—তাঁদের কেউ কেউ ডানা দিয়ে চোখ ঢাকে এবং সারাক্ষণ বলে:
"পবিত্র! পবিত্র! পবিত্র! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!"

তবুও ঈশ্বর মানুষকে, যারা স্বর্গদূতের থেকে নিচু স্তরের, দয়া করে—যদি তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে।

12. কাদামাটি থেকেও যদি গোলাপ ফুটে—তাহলে সেই কাদা ভালো!
13. পিতামাতার প্রতি ভক্তি স্বর্গীয় বিধান।
    যে পিতামাতার প্রতি অবাধ্য—তার ঈশ্বর উপাসনা অর্থহীন।
14. সম্মান ও আত্মসম্মান মহান আত্মার পোশাক।
15. স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে মানুষের বিনয়ী, দয়ালু ও মহানুভব হতে হবে।
16. সিরাক গ্রন্থে বলা হয়েছে:
    “যে প্রজ্ঞা লাভ করে সে ধন্য; কিন্তু ঈশ্বরভীতি প্রজ্ঞার থেকেও মহান।”
17. বহু ধরনের চিন্তা আছে, এবং তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি হল—
    ঈশ্বরভীতি সম্পন্ন চিন্তা এবং নৈতিক চিন্তা।
    ঈশ্বরভীতি মানেই নৈতিকতা!
18. চিন্তারও স্তর আছে—প্রাথমিক, উচ্চতর, পরম… কিন্তু যিশুর চিন্তা সর্বোচ্চ!

তিনি একমাত্র সত্য, আমরা শুধু তাঁর আলোক থেকে আলোকিত।